৮৫৪

REGISTERED AS A NEWSPAPER WITH G.P.O.

গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলা দেশের প্রবাসী মুখপত্র

সাপ্তাহিক

জনমত

JANOMOT BENGALI NEWSWEEKLY 3RD YEAR :27TH ISSUE :AUGUST 22,1971

তৃতীয় বর্ষ : ২৭তম সংখ্যা লন্ডন, রবিবার:৫ই ভাদ্র,১৩৭৮ দাম: আট পেনি

পি. আই. এ. এখনো বাংলাদেশে সৈন্য বয়ে নিচ্ছে

করাচী, ১১ই আগষ্ট। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা (পি.আই.এ) আজ থেকে ঢাকা-করাচীর মধ্যে যোগাযোগকারী চারটি ফ্লাইটের মধ্যে দু'টিকে সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের জন্য রিজার্ভ করে রেখেছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে। খবরে প্রকাশ, আরও দু'ডিভিশন সেনা বাংলাদেশে তাড়াতাড়ি নেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও জানা গেছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে যত রিজার্ভ সেনা আছে, এমনকি যারা বিদেশে ছুটি ভোগ করছে তাদের সবাইকেই এ'

— শেষ পৃষ্ঠায়—

পালটা আঘাত হানব

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মৃতি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং......

মুজিবনগর, ১০ই আগষ্ট।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী আজ এখানে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের কোনও ক্ষতি করা হলে 'আমরাও পাল্টা আঘাত হানবো'। জনাব চৌধুরী বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের সামান্যতম ক্ষতি করা হলেও বা কোন অত্যাচার করা হলেও যুদ্ধে 'আমাদের হাতে বন্দীদের রক্ত ও জীবন নিয়ে আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো'।

পশ্চিম পাকিস্তানে আটক গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সম্ভাব্য বিচারের ওপর মন্তব্য প্রসংগে আওয়ামী লীগ নেতা এ কথা বলছিলেন।

তিনি বলেন যে, প্রতিশোধ গ্রহনে কেউই বাংগালীকে বাধা দিতে পারবেনা এবং সেই অবস্থায় বাংগালীদের কোনমতে দায়ী করা চলবেনা।

শত্রু সেনারা ত্রাহি ত্রাহি ডাকছে

ঢাকা থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের সর্বত্র পাক সেনারা ত্রাহি ত্রাহি ডাকছে। প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, ১-লা আগষ্টের মধ্যে সবাইকে ঢাকা ছেড়ে দেওয়ার জন্য মুক্তি বাহিনী যে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংগালীদের শতকরা ৯০ জনই সেই নির্দেশ পালন করেছেন এবং এর ফলে পাক-বাহিনীর বেশীর ভাগ সেনাদের ঢাকা রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। মফস্বল শহর

— শেষ পৃষ্ঠায়—

প্রবাসী জীবনে এ এক নতুন ইতিহাস !

সপ্তাহান্তে নয়, সপ্তাহের দিনে হাইডপার্ক স্পীকার্স কর্ণারে

দশ সহস্রাধিক বাংগালীর সমাবেশ

স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী

সহস্র কন্ঠ মুখরি আকাশে বাতাসে ওঠে ধ্বনি

অক্সফোর্ড স্ট্রীট, রিজেন্ট স্ট্রীট, পিকাডেলী ও ট্রাফেলগার স্কোয়ার হয়ে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীট

লন্ডন, ১১ই আগষ্ট। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আগের সমস্ত রেকর্ড ভংগ হয়েছে। বিলাতের শনি-রবিবার নয়, আজ বুধবার, হাইড পার্কে প্রবাসী বাংগালীদের গণ-সমাবেশ। হাজার হাজার লোক। বিলাতের আনাচে-কানাচের শহর থেকেও বাংগালীরা কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে এসেছেন লন্ডনে তাঁদের প্রিয় নেতা, গণ-প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের তথাকথিত বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। এসেছেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-স্ত্রী-পুরুষ-শিশু। সকলের চোখে-মুখে প্রতিহিংসার চিহ্ন। আতংক ভরা এঁদের হৃদয়। কন্ঠের আওয়াজ কিন্তু বলিষ্ঠ।

শেখ মুজিবের মুক্তি চাই

বেলা ১টা থেকেই হাইড পার্কে লোক এসে জমতে থাকেন। শেখ মুজিবুর রহমানের তথাকথিত বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি এই সভা ডেকেছিলেন। মাত্র একদিনের সময়ে এই ডাক। সোমবার, ৯ই আগষ্ট ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করেছিল যে, বুধবার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু হবে। একই দিনে তার প্রতিবাদ। বেলা ২টা নাগাদ হাইড পার্কের স্পীকার্শ কর্ণারের এ অন্চলটি পূর্ণ হয়ে গেল। মানুষ আর মানুষ। তাঁদের কন্ঠ ধ্বনি আর থামতেই চায়না। গগণ-বিদারী কন্ঠের আওয়াজ: 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই; 'মুক্তিযোদ্ধাদের-জয় হোক; 'জয়-বাংলা'।

বাংলা অভিধানে ক্ষমা শব্দ থাকবেনা

বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সভায় বক্তৃতা প্রসংগে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে বলেন যে, শেখ মুজিবের কোনও ক্ষতি হলে বাংলা অভিধানে ক্ষমা শব্দ থাকবেনা এবং তা তুলে নেয়া হবে। তিনি বলেন, সেমতাবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণই হবে এর উপযুক্ত জবাব এবং তার জন্য বাংগালীদের কোনও প্রকারে দায়ী করা চলবেনা। বিশ্বের সকল দেশের মানুষের কাছে বিচারপতি চৌধুরী আবেদন জানান, তাঁরা যেন শেখ মুজিবুর রহমানের বিনা শর্তে মুক্তির চেষ্টা করেন।

সভায় বিচারপতি চৌধুরী ছাড়াও বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য মি: পিটার শোর, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনাব মোহম্মদ হোসেন, ম্যানচেষ্টারের জনাব আবদুল মতিন, ব্রাডফোর্ডের জনাব এ.এম.তালুকদার প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভাশেষে সমবেত জনতা মিছিল করে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, রিজেন্ট ষ্ট্রীট, পিকাডেলী সার্কাশ, ও ট্রাফালগার স্কোয়ার হয়ে ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবীতে একটি স্মারকলিপি দেন।

কারখানা বন্ধ : রেষ্টুরেন্ট বন্ধ : হালাল দোকানও বন্ধ

১১ই আগষ্টের গণ-সমাবেশে যোগদানের সুবিধার্থে এদেশের বাংগালী রেষ্টুরেন্টগুলোর বেশীরভাগই সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছিল। পূর্ব লন্ডনের একটি ইংরেজের কারখানাও বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। খবরে প্রকাশ, কারখানার ৭০ জন কর্মচারীর মধ্যে ৬০ জন কর্মচারীই বাংগালী এবং এঁরা গণ-সমাবেশে যোগদানের জন্য দুপুরের পরে ছুটি চাইলে কারখানা কর্তৃপক্ষ পাকিস্থানী দূতাবাসে ফোন করেন। দূতাবাস তাঁদেরকে ছুটি না দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। এই খবরে সমস্ত বাংগালীরা চাকুরীতে ইস্তেফা দিতে চাইলে কর্তৃপক্ষ এঁদের ছুটি দিয়ে সেদিনের মত কারখানা বন্ধ করে দেন।

দিনে জঙ্গী কবলে, রাতে মুক্তি সেনার

ঢাকায় অবিরাম গেরিলা আক্রমণে খান সেনাদের আতংক, মনোবল ভগ্ন

মুজিবনগর, ১০ই আগষ্ট। ঢাকা শহরে মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের অবিশ্রান্ত আক্রমনের ফলে দখলকার পাক সেনাদের মনে সর্বদার জন্য আতংকের সন্চার হয়েছে, তাদের মনোবল এখন কেবল ভাটির দিকে যাচ্ছে বলে আজ এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা শহর থেকে একজন সংবাদদাতা মুজিবনগরে এই সংবাদ পাঠিয়েছেন।

উপরোক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, ঢাকা শহর দিনের বেলায় পাক সেনাদের অধিকারে থাকে কিন্তু সূর্য্যাস্তের সংগে সংগেই সম্পূর্ণ চিত্রটি যায় বদলে। রাত্রি সমাগমের সংগে সংগেই শোনা যায় কান ফাটানো আওয়াজ, বোমা ও গ্রেনেডের বিস্ফোরণ, মুক্তিবাহিনী ও পাক সেনাদের মধ্যে অবিরাম গোলাগুলি বিনিময়। দিনের উদ্বেগপূর্ণ স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায় রাতের ভয়ংকর শব্দে।

উপরোক্ত সংবাদদাতা ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার সময় লক্ষ্য করেছেন, পাক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর আক্রমনে বিধ্বস্ত সেতু, কালভার্ট, বৈদ্যুতিক খাম প্রভৃতি মেরামত করছে। কয়েকদিন আগে মুক্তি বাহিনী সিদ্ধিরগঞ্জ বৈদ্যুতিক ষ্টেশন এবং গুলবাগের সাব ষ্টেশনটিও ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আরও জানা গেছে যে, ভীত-সন্ত্রস্ত পাক সেনাগণ এখন শহরের আবাসিক অন্চলগুলোতে পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান কার্য্য ও গ্রেফতার চালাচ্ছে। শহরের লোক সংখ্যা এখন চার লক্ষেরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো ২-রা আগষ্ট থেকে খুলতে শুরু করেছিল, কিন্তু ছাত্ররা প্রায় আসেইনি বলা চলে। কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, কায়েদে আজম কলেজ ও জগন্নাথ কলেজে খোলার দিনে একজন ছাত্রও উপস্থিত হননি। স্কুলগুলিতে মাত্র অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্রকে ভয় দেখিয়ে আনা হয়েছিল।

আটক কূটনীতিকরা ১২ই আগষ্ট ফিরছেন

বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও কলকাতায় আটক যথাক্রমে ভারতীয় ও পাকিস্তানী দূতরা অবশেষে গত ১২ই আগষ্ট স্ব স্ব দেশে ফিরেছেন। সুইস মধ্যস্থতায় কূটনীতিকদের নিজ নিজ দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঢাকা থেকে ভারতীয় কূটনীতিকদের এনেছে দুটি রাশিয়ান বিমানে এবং কলকাতা থেকে পাকিস্তানী দূতদের নিয়েছে একটি ইরানী বিমানে করে। বাংলাদেশে যুদ্ধ শুরু থেকেই এরা ঢাকা ও কলকাতায় আটকা পড়ে গিয়েছিলেন।

মুজিবরের কোনও ক্ষতি হ'লে ইয়াহিয়াকে জবাবদিহি করতে হবে

—আবু সঈদ চৌধুরী

লন্ডন, ৯ই আগষ্ট।

আজ এখানে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক মুখপাত্র বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের কোনও ক্ষতি হলে তার জন্য ইয়াহিয়াকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হবে। বিচারপতি চৌধুরী বলেন, ইসলামাবাদে সাংঘাতিক এক ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন, মুজিবের কোনও ক্ষতি হলে তার জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি লোকের কাছে ইয়াহিয়াকে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ইয়াহিয়ার জেদ সারা বিশ্বকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে।

আরব সাধারণতন্ত্রে :—

বঙ্গবন্ধুর বিচারের তীব্র প্রতিবাদ

কায়রো, ১০ই আগষ্ট। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এই প্রথম পাকিস্তানের জংগীশাসকদের দ্বারা বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আধা সরকারী সংবাদপত্র আল্ আহ্রাম এক সম্পাদকীয়তে বলেছেন, সামরিক বা গোপন আদালতে বিচারের দ্বারা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়; অস্ত্রবলের সাহায্যেও কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতকে দাবিয়ে রাখা যায়না।

আল্‌আহ্রম আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে গত মার্চের ঘটনাবলী থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা-নিপীড়ন করেও পরিস্থিতির পরিবর্তন করা যায়না; বরং বিপরীত কান্ডই ঘটে।

মুজিবের প্রাণদন্ড হলে জঙ্গীশাহীকে তার ফল ভোগ করতে হবে

—স্বরণ সিং

নয়াদিল্লী, ৯ই আগষ্ট। ভারত সরকার আজ এই বলে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের কোর্ট মার্শাল হলে পাক জংগীশাহীকে তার সমুচিত ফল ভোগ করতে হবে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লোক সভায় একথা ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন যে, শেখ মুজিব অথবা তাঁর পরিবার বর্গের কারও কোন ক্ষতি হলে তার জন্য পাক সরকার সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে।

-৩৫৪-

ভারতে এডওয়ার্ড কেনেডি নিক্সন নির্বোধের নীতি অনুসরণ করছেন

নয়াদিল্লী, ১৪ই আগষ্ট। বর্ত্তমানে ভারত সফররত আমেরিকার সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এখন দিল্লীতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে বাস্তুহারা ও বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ থেকে যে সকল বাস্তুহারারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য সিনেটর কেনেডি ভারতে গিয়েছিলেন। সিনেটর কেনেডি-র ঢাকা ও ইসলামাবাদও সফর করারও কথা ছিল কিন্তু দখলকারী বাহিনী শেষ মুহূর্তে তাঁর ঢাকা ও ইসলামাবাদ সফর বাতিল করে দিয়েছে। সিনেটর কেনেডি এতে বেশ দু:খ প্রকাশ করেছেন।

এর আগে; ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশে সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে ওয়াশিংটনে বলেন ;'পশ্চিম পাকিস্থানকে আমরা যে সব অস্ত্র দিচ্ছি তার জোরে তারা সৃষ্টি করছে অগণিত বাস্তুহারা আর সেই সব বাস্তুহারাদের পোষণের সহায়তায় আমরা খরচ করছি লক্ষ লক্ষ ডলার। তাই পশ্চিম পাকিস্থানকে আর সামরিক সাহায্য দেওয়ার মানে হয়না'। সিনেটর কেনেডি মন্তব্য করেন যে, পশ্চিম পাকিস্থানকে অস্ত্র সাহায্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সন নির্বোধের নীতি অনুসরণ করছেন।

বাঙলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক নয় —টিক্কা

মুক্তিফৌজের তীব্র প্রতিরোধ: চট্টগ্রামে পাক সৈন্যের গোলাবর্ষণ

নয়াদিল্লী, ৪ঠা আগষ্ট। আওয়ামী লীগের জনৈক সদস্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তেহরানের দৈনিক 'ক্যাহন ইন্টারন্যাশনেল' বলেছে, বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে সম্প্রতি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের ওপর পাক বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী বোমা ও গোলাবর্ষণ করেছে। এতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তুমুল লড়াই চলেছে।

বাংলাদেশে দখলকারী বাহিনীর কর্ত্তা টিক্কা খাঁ এই পত্রিকার প্রতিনিধির সংগে এক সাক্ষাতকারে স্বীকার করেছে যে, বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। ইয়াহিয়া খাঁ বলেছে যে, বহু স্থান থেকে প্রতিরোধ আসছে এবং পাটবাহী জাহাজগুলোর কনভয় কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছে বলে এখন সৈন্যের পাহারায় চট্টগ্রামে পাট পাঠানো হচ্ছে। টিক্কা খাঁ ঢাকা শহরে সাম্প্রতিক বোমা আক্রমনের খবরও স্বীকার করেছে।

বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

কলকাতা থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন যে, অচিরেই বাংলাদেশের কোন কোন অন্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। বিভিন্ন সংবাদে জানা গেছে যে, অবিলম্বে বিদেশ থেকে সা যা না আসলে সেপ্টেম্বরের আগেই দুর্ভিক্ষ শুরু হবে। কুষ্টিয়ার জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা বলেছেন যে, এই আসন্ন দুর্ভিক্ষে কত ক্ষয়ক্ষতি হবে তা নিরূপণ করা অসম্ভব কাজ।

বাংলাদেশের কৃষিরা ফসল ফলনে এবার জোর দেয়নি বলে খাদ্যের উৎপাদন বহুলাংশে কমে গেছে।

ইয়াহিয়ার শ্বেতপত্রে মিথ্যার পসরা

পাকিস্থান সরকার গত ৫ই আগষ্ট বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। এই শ্বেতপত্রে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ ১লা মার্চ থেকে বাংলাদেশে নারী-পুরুষ ও শিশু সহ এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। পাকিস্থানের সেনাবাহিনী অবস্থা আয়ত্তে না আনা পর্যন্ত এই হত্যাকান্ড চলতে থাকে।

আওয়ামী লীগ ২৬শে মার্চ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরী করে। আওয়ামী লীগ ভারতের সংগে ষড়যন্ত্র করেই এই পরিকল্পনা করেছিল। ভারত মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

৫৫ পৃষ্ঠার মনগড়া তথ্য ও ৭০ পৃষ্ঠার পরিশিষ্টসম্বলিত এই শ্বেতপত্রে গত ডিসেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে, ভারতের সংগে ষড়যন্ত্রক্রমে আওয়ামী লীগ যে পরিকল্পনা করে তাতে স্থির হয়, আকাশ ও সমুদ্রপথে পাক সেনাদের অবতরনে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্ট ঢাকা ও চট্টগ্রাম দখল করবে।

শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে যে, ২৬শে মার্চ বেলা ১২টায় অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারিত ছিল, কিন্তু তার আগেই পাক সৈন্য বাহিনী এই বিচ্ছিন্নতাবাদী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে।

জনৈক আওয়ামী লীগ কর্মী একে ইয়াহিয়া সমাচার বলে আখ্যা দিয়ে বিশ্বমানুষকে বিভ্রান্ত না হতে অনুরোধ করেন।

পাশের ব্যাংগ চিত্রটি মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি পিপল' থেকে নেওয়া হয়েছে ।

বিশেষ কারনে বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মিস আনোয়ারা বেগম (পারুল) ও জনাব ফজলুল রহমান (খোকন) যেখানেই থাকুন না কেন শীগগির 'জনমতের' দফতরের সংগে যোগাযোগ করুন ।

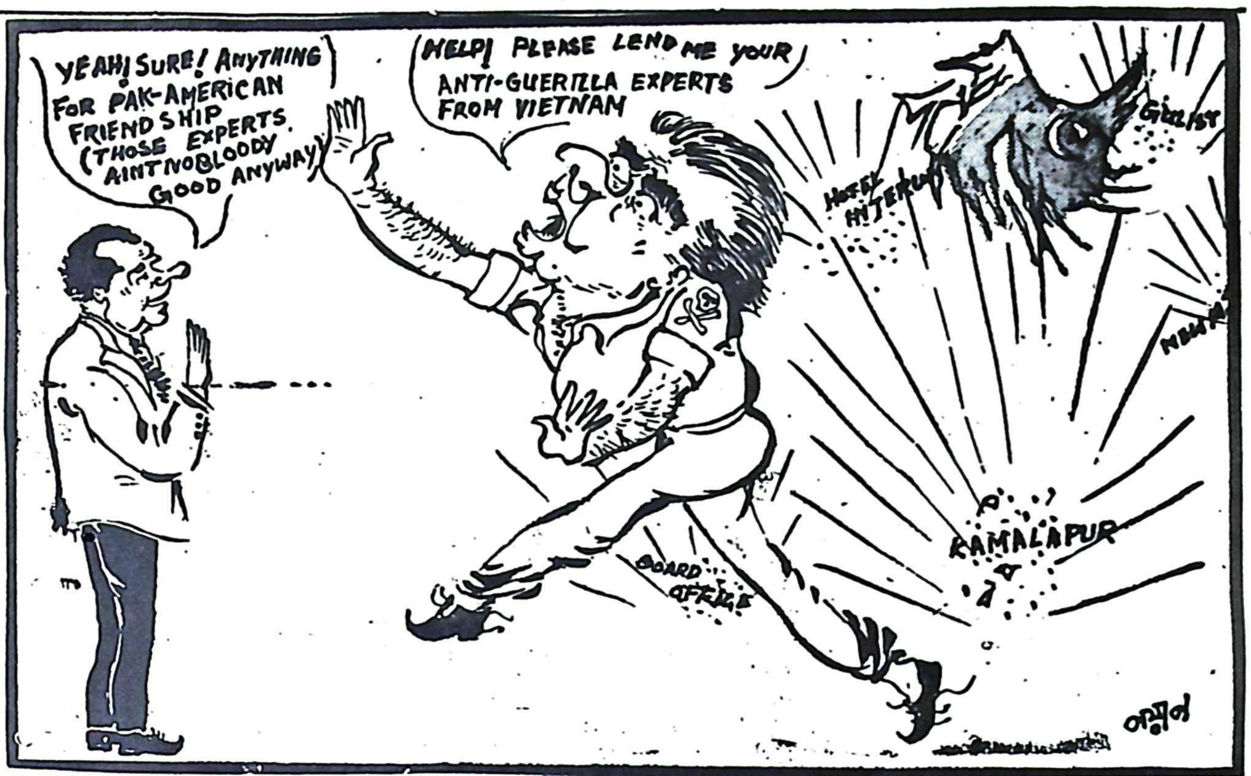

গোপন সম্পর্ক ফাঁস

লন্ডন, ১৫ই আগষ্ট। আজ এখানে বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, তথাকথিত পাকিস্তান সলিডারিটি ফ্রন্ট আজ লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে যে জনসভার আয়োজন করেছে,তাতে যোগদানের জন্য সাদা এনভেলোপ ও সলিডারিটি ফ্রন্টের নামে পাকিস্তান দূতাবাস থেকে আমন্ত্রন পাঠানো হয়েছে । জানা গেছে যে, পাকিস্তান দূতাবাসে পাসপোর্ট বিভাগ থেকে পাসপোর্টের জন্য আগে যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁদের নাম-ঠিকানা নিয়ে লেবার ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের দ্বারা উক্ত ডিপার্টমেন্টের ডুপ্লিকেটিং মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার করে ঐ আমন্ত্রনলিপি গুলি পাঠানো হয়েছে । পাকিস্তানের আজাদী দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত উক্ত জনসভায় যোগদানের জন্য বহু বাংগালীকেও নাকি আমন্ত্রন জানানো হয়েছে ।

মিশনের জন্য বাড়ী দরকার

লন্ডন, ১৫ই আগষ্ট। বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, বিলাতে বাংলাদেশ মিশন খোলা নিয়ে একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে । খবরে প্রকাশ, নটিংহীল গেটের কাছে যে বাড়ীটিতে বাংলাদেশ মিশন খোলার কথা ছিল তা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ।

জানা গেছে যে, বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি চৌধুরী নতুন বাংলাদেশ মিশন খোলার জন্য স্থান অনুসন্ধান করছেন ।

যুব সংঘের অনশন

লন্ডন, ১২ই আগষ্ট। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীতে ৪৮ ঘন্টা অনশনের পর বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেডারেশনের (যুব সংঘ) জনাব ইসমাত ও নূর মিয়া আজ ডাউনিং ষ্ট্রীট ত্যাগ করেছেন । জনাব ইসমাত ও নূর মিয়া শেখ মুজিবের বিচারের কথা ঘোষণার পরই অনশনের সিদ্ধান্ত নেন । বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের একজন পদস্থ কর্মকর্তার আশ্বাস পেয়ে তাঁরা অনশন ত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে ।

যুব সংঘের জনাব আজমল হোসেন ও আরও দু'জনও একই সময়ে গ্রোভনার স্কোয়ারের মার্কিনী দূতাবাসের সামনে অনশন করেন এবং আশ্বাস পেয়ে তা ত্যাগ করেন ।

আবু সাঈদ চৌধুরীর আবেদন

লন্ডন, ৯ই আগষ্ট। বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য চেষ্টা করার আবেদন জানিয়ে বিশ্বের ৪০ জন রাষ্ট্রপতির কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছেন । বিচারপতি চৌধুরী লন্ডনস্থ ৪০ জন বিদেশী দূতের মাধ্যমেও বিভিন্ন রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন ।

সিলেটে জয় বাংলা পতাকা উড়ছে

লন্ডন, ১৫ই আগষ্ট। আজ এখানে শ্রুত আকাশবাণীর এক খবরে জানা গেছে যে, সিলেট শহরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে । খবরে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সিলেট শহরের বিভিন্ন বাড়ী ও সরকারী ভবনে লাল-সবুজ ও সোনালী রংয়ের পতাকা উড়ছে এবং মুক্তি বাহিনীর লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খোলা রাস্তায় চলাফেরা করছেন । জানা গেছে যে, মুক্তি বাহিনীর ভয়ে পাক সেনারা বেরুচ্ছেনা ।

সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টা

লন্ডন, ১৬ই আগষ্ট। গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বিলাতের সবগুলো বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ যৌথভাবে স্থানীয় 'টাইমস' পত্রিকায় আজ আধা পৃষ্ঠা একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছেন । শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সহ আধা পৃষ্ঠার এই বিজ্ঞাপনে শেখ মুজিবের জীবন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর মুক্তির প্রচেষ্টা চালানোর জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করা হয়েছে

-৬৫৪-

ইয়াহিয়ার সাহায্যে, মার্কিনী গোয়েন্দা

দিল্লীর লিঙ্ক পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এক আদেশ জারী করেছেন যে, বাংলাদেশের বাস্তুহারাদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত বিদেশী চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবকরা এসেছেন, তাঁদের ফেরৎ যেতে হবে। এ নিয়ে বিদেশে বেশ জল্পনা–কল্পনাও শুরু হয়েছে। দিল্লীর 'লিংক' পত্রিকা এই প্রসংগে আসল রহস্য উদ্ঘাটন করে বলেছে যে, বিদেশ থেকে আগত সব স্বেচ্ছা সেবকরাই সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আসেননি। এঁদের অনেকে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত রয়েছেন বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে এবং এ ধরনের প্রমানও রয়েছে। পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, আমেরিকার সরবরাহ বিমান থেকে সীমান্ত এলাকার ছবি নেওয়া হয়েছে। এই প্রসংগে 'লিংক' পত্রিকায় বৃটেনের 'ওয়ার অন ওয়ান্টে'র প্রধান মি: চেসওয়ার্থকেও জড়ানো হয়েছে।

অভিযোগ করা হয়েছে যে, মি: চেসওয়ার্থ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশের ভিতরে কোন রকমের জাতিসংঘের উপস্থিতি রাখার সুপারিশ করেছিলেন।

পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় যে, মার্কিন সরকার রবার্ট জ্যাকশন নামক এক ব্যক্তিকে তিনজন সংগী দিয়ে ইসলামাবাদের মার্কিনী দূতাবাসে পাঠিয়েছিলেন মার্কিন সাহায্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে। মি: জ্যাকশন গেরিলা দমন কাজে একজন বিশেষজ্ঞ এবং এর আগে তিনি ব্রাজিল এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে একই ধরনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। আপাত: দৃষ্টিতে মি: জ্যাকশন সাহায্য কাজে উপদেষ্টা থাকলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে ইসলামাবাদের সরকারকে সাহায্য করছিলেন। মি: জ্যাকশনই আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কার্য্যাবলী সম্পর্কে ইসলামাবাদের সরকারকে তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং তার রিপোর্ট অনুযায়ীই ২৫শে মার্চের হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে বলে 'লিংকে' অভিযোগ করা হয়েছে।

পত্রিকা প্রকাশ করেছে যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসে মি: জ্যাকশনের কার্য্যাবলী নিয়ে প্রায় দাংগা শুরু হলে প্রথম এই সম্পর্কিত খবর জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। জানা গেছে যে, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস মি: জ্যাকশনের অপসারণ দাবী করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন সরকার এখনো সেই সুপারিশ কার্য্যকরী করেননি।

ইয়াহিয়ার লম্ফ-ঝম্পই সার

পাকিস্তানের হুমকি শেষ পর্যন্ত হুমকিই থেকে গেল। এখনও পাকিস্তান কমনওয়েলথ ছাড়েনি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ ইসলামাবাদের পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীরা কয়েক দফা প্রকাশ করেছে যে, পাকিস্তান কমনওয়েলথ ছেড়ে দেবে। সরকারী কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশ প্রশ্নে বৃটিশ সরকারী নীতি তাদের মন:পুত নয় বলেই তারা কমনওয়েলথ ছেড়ে দেবে। অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে, ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগের কথা ঘোষণা করবে।

কিন্তু জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ইয়াহিয়া খান এই বিষয়ে কোন কিছুই উল্লেখ করেনি।

মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রেস রিলিজ

স্থানীয় বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশানের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, এসোসিয়েশানের দু'জন প্রতিনিধি সম্প্রতি ভারতে অবস্থানরত: শরণার্থীদের অবস্থা ও বাংলাদেশের ভিতরে মুক্তি বাহিনীর কার্য্যকলাপ দেখার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁদের একজন ফিরে এসেছেন এবং অন্যজন দেশের ভিতরে মুক্তি বাহিনীর সংগে কাজ করছেন।

প্রত্যাগত প্রতিনিধি প্রায় ছ'সপ্তাহ বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সংগে অবস্থান করে বিভিন্ন রণাংগনে যুদ্ধের কাজও পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, মুক্তি বাহিনীর হাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। একটি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, নোয়াখালীর ফেনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আসবে বলে খবর পেয়ে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা কয়েকস্থানে পাহারায় নিযুক্ত হন এবং সেখানে মুক্তি বাহিনী অতর্কিত আক্রমন চালিয়ে দু'শ-য়েরও বেশী পাক সেনাকে নিহত করে ও বহু অস্ত্রশস্ত্র আটক করেন।

প্রতিনিধি জানান যে, পাক সেনাবাহিনী মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে ভারী কামান ও বিমান ব্যবহার করে। প্রতিনিধি মুক্তি বাহিনীর মনোবলের প্রচুর প্রশংসা করে অভিযোগ করেন যে, মুক্তি বাহিনীর লোকেরা প্রচুর এবং উপযুক্ত খাওয়া পাচ্ছেননা। তিনি মন্তব্য করেন যে, ডাল–ভাত খেয়ে যুদ্ধ করা যায়না, সুস্থ ও সবল শরীরের জন্য প্রচুর পুষ্টিকর

— আগের কলমে —

—পরের কলমের পর—

খাদ্য আবশ্যক। তিনি জানান যে, এই ব্যাপারে তিনি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুখপাত্র বিচারপতি চৌধুরীর সংগে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মেডিকেল এসোসিয়েশন জানাচ্ছেন যে, ইতিমধ্যেই তাঁরা শরণার্থীদের জন্য কিছু কাপড় ও মুক্তি ফৌজের জন্য কিছু ঔষধ–পত্র পাঠিয়েছেন। তাঁরা কয়েকটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল পাঠাবারও ব্যবস্থা করছেন।

সত্বর যোগাযোগ করুন

মাহবুবুর রহমান, পিতা: মো: সিদ্দিকুর রহমান, গ্রাম: কৃষ্ণরামপুর, মাইজদি কোর্ট, নোয়াখালী, বাংলাদেশ ----

যেখানেই থাকুন, যোগাযোগ করুন: রুহুল আমিন, ১৩ কর্ণওয়াল প্রেস, ব্রাডফোর্ড–৮, ইয়র্কশায়ার ॥

দেশের চিঠি

ঢাকা,
.............., ৩/৮/৭১

আমার দোয়া নিবে । তোমার ২৭/৭/৭১ তারিখের চিঠি গতকল্য আমার হস্তগত হইয়াছে । বাড়ী হইতে গত ৯ তারিখের লেখা চিঠি ২২ তারিখে পাইয়াছি, বাড়ীর সকলেই নাকি খোদার কৃপায় ভালই আছে ও আছেন । এরপর আর বাড়ী হইতে কোনও পত্রাদি পাই নাই, তাই নানাদিকে খুবই চিন্তা ও অশান্তিতে আছি । বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলাম, আর এজন্য ছেলে-পেলেদের ও মা-বাবাদের জন্য কিছু কাপড়-জামা খরিদ করিয়াছিলাম । কিন্তু এখান হইতে ট্রেন চলাচল বেশ কিছুদিন পূর্বেই বন্ধ হইয়াছে— ময়মনসিংয়ের পর নাকি আর ট্রেন যায়না । ঢাকা হইতে টাংগাইল বাস চলে কিন্তু সেখান হইতে ময়মনসিংহ পথে বাস ও নাকি নিয়মিত চলেনা । এ ছাড়া রাস্তায় মুক্তি বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর ভয় আছে । বর্তমানে বাড়ী যাতায়াত করা মোটেই নিরাপদ নয় । এসব কারনে বাড়ী যাইয়া ওদেরকে দেখিয়া আসা ও বাবাজানকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়া আসা সম্ভব হইতেছেনা । আমার এক বন্ধু ....-র লোক, সে আমার বাসায়ই থাকে । তার সাথে আমাদের ....একটি ড্রাফ্‌ট পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু আমাদের উক্ত ....লুট হওয়াতে উহা পুণরায় চালু করিতে পারিতেছেনা, তাই সেই ড্রাফ্‌ট ও ক্যাস করিতে পারিতেছেনা । আর মনি অর্ডার করিলেও পল্লী এলাকায় টাকা পায়না । এসব ব্যাপারের জন্য কিভাবে যে বাড়ীতে টাকা পাঠাইব বা বাড়ীর খোঁজ-খবর লইব তাহা চিন্তা করিয়া পাইতেছিনা । তাছাড়া বর্তমানে ঢাকা শহরে থাকাও নিরাপদ মনে হইতেছেনা। ঢাকার উপকন্ঠে মাঝে মাঝে যুদ্ধ হইতেছে, আর রাত্রিতে বোম, গুলি ইত্যাদির আওয়াজে সব সময় ভীত-ভয়ের মধ্যে থাকিতে হয় । আর ১০ই আগষ্টের মধ্যে ঢাকা ত্যাগ করার জন্য মুক্তি বাহিনীর পক্ষ হইতে নানা এলাকায় বিজ্ঞাপন দিতেছে । আবার বাড়ী রওনা হইলেও হয়ত: এদের হাতে মার খাইয়া মরিতে হইবে, আর মিলিটারীরা পাইলে আমাদের .... লোককে ক্ষমা করেনা । কাজেই নানা দিকে খুবই চিন্তা ও ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাইতেছি ।

যাহা হউক, বাবাজান .... নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া চলিতে পারিবেন । এ ছাড়া তোমার উক্ত টাকাও হয়ত: ইতিমধ্যে পাইয়া যাইবেন । কাজেই বাড়ীর জন্য কোনও চিন্তা করিওনা । বাবাজানে ১০০/১২৫ টাকা করিয়া দেওয়াতে বিশেষ কোনও অসুবিধা হইবেনা । কিন্তু টাকা পাঠান লইয়াই সমস্যা বাঁধিয়াছে । আর বাবাজানকে যে টাকা দিব তা তোমার পরিশোধ করিতে হইবেনা । কেন না তাদের প্রতি আমারও কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। আর বিশেষ কি লিখিব । .... আমাদের বাড়ীতেই আছে, মাষ্টার রাখিয়া নাকি ....কে পড়ান হইতেছে । খোদার কৃপায় একমত ভালই আছি । ....আমার অশেষ স্নেহ ও দোয়া বলিও । ....কে দোয়া দিও । .... তোমার দেওয়া চিঠির ব্যাপারে লিখিয়া দিতেছি । তাড়াতাড়ি জবাব দিও । স্বাধীন বাংলা, বি.বি.সি ও ইন্ডিয়া রেডিও হইতে যে সব সংবাদ বলে তা মোটেই মিথ্যা নয় । কবে যে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে বা দেশ স্বাধীন হইবে তাহা একমাত্র আল্লাহ্‌ জানেন । তোমার কিছু করার থাকিলে করতে মোটেই কার্পণ্য করিওনা । মানুষের উপর যে চরম অত্যাচার, অবিচার ও হত্যাকান্ড চলছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না ।

ইতি................

(চিঠিটা ঢাকা থেকে ভাই লিখেছেন লন্ডনে ভাইয়ের কাছে)

— পরের কলমে —

বাংলার অতন্দ্র প্রহরী

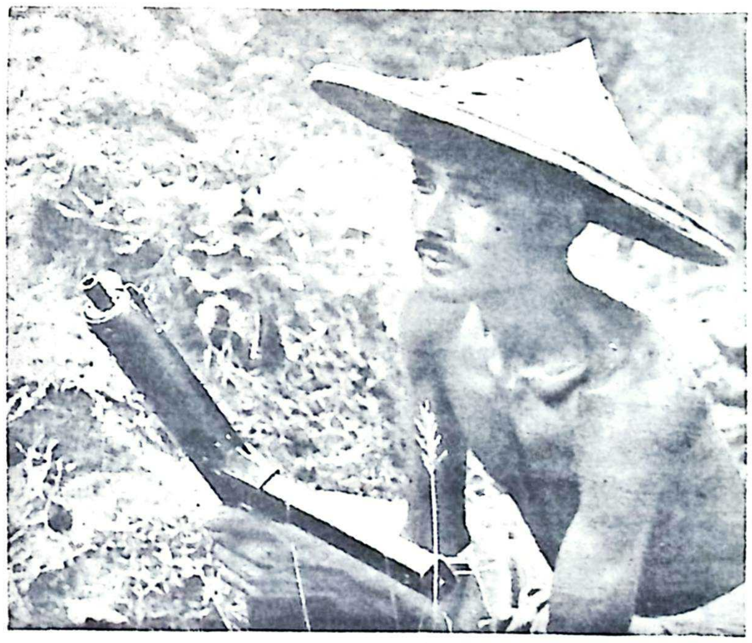

অস্ত্র হাতে বাংলাদেশের একজন চাষী ভাই শত্রুর অপেক্ষায় সামনে তাকিয়ে আছেন । অস্ত্রটি চীনে তৈরী ।

ঘোষনা

(১) যাঁরা পুণ: পুণ: তাগাদা সত্ত্বেও 'জনমতের' চাঁদা পরিশোধ করেন নি, গত সপ্তাহ থেকে তাঁদের কাছে পত্রিকা পাঠানো হচ্ছেনা । পাঠকদের এই অসুবিধের জন্য আমরা দু:খিত ॥

(২) পত্র লেখকদের প্রতি অনুরোধ, পূর্ণ নাম-ঠিকানা সহ চিঠি লিখবেন । নাম-ঠিকানা ছাড়া চিঠি পাঠালে আমরা তা প্রকাশ করিনা । এমন বহু চিঠি আমাদের দফতরে জমা হয়ে আছে ।

—— স.জ.

সাপ্তাহিক
জনমত

প্রধান সম্পাদক
এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
আনিস আহমদ

প্রকাশক
জনমত পাবলিসার্স লিমিটেড
৩০৩ বিক্সটন রোড, লন্ডন এস. ডব্লিউ-৯
দূরালাপনি
০১-৬৭৩ ৫৭২০ ও ০১-৭৩৩ ৬১৪৪

মুদ্রক
এস. এস. সুদ এন্ড সান্স লিমিটেড

বার্ষিক চাঁদার হার.
ইংল্যান্ডের জন্য : পাঁচ পাউন্ড
ইউরোপে : সাড়ে সাত পাউন্ড
বাংলা দেশ, ভারত, পাকিস্তান
আমেরিকা, ক্যানাডা, মধ্যপ্রাচ্য
ও দূরপ্রাচ্যে বার্ষিক : দশ পাউন্ড

প্রতিনিধি
রকিব আহমদ, ৩৫ সেন্ট্রাল
রোড, কমলাপুর, ঢাকা
হাসান শাহরিয়ার, ৩৪ডি পাকিস্তান
কোয়ার্টার্স, করাচী-৩
সৌগত বন্দোপাধ্যায়, ৭৪/২/২ ইউনিট-৭
কলকাতা-৪৩ ভারত
রুহুল আহমেদ, মুক্তিবাহিনী সংবাদদাতা
মুজিবনগর, বাংলাদেশ
মোঃ জব্বার খান, ২৪২ বলসল হিথ রোড
বার্মিংহাম-১২, ফোন ০২১-৬২২ ২০১১
এল. রহমান, ১৮৬ আন্ডারক্লিফ স্ট্রীট
ব্রাডফোর্ড-৩ ফোন: ০২৭৪ ২৬১৫১
তোফাজ্জল হোসেন, ২ কিং এডওয়ার্ড
রোড, কভেন্ট্রি
এ. এম. খান, ৪৩ বিচ রোড, লুটন
বেডস, ফোন : ০৫৮২ ৩২৪১৮
এম. এ. রাজ্জাক খান, ৬ ব্রিটেনিয়া
রোড, সাউথ সি, হ্যাম্পশায়ার
আবদুল্লাহ মুহিবুদ্দিন, বোর্গফেল্ডার স্ট্রীট-১৬
২ হ্যামবুর্গ-২৬ পশ্চিম জার্মানী
ইনমত হায়াত খান, ১১৪৬ ডব্লিউ
২৭ তম স্ট্রীট, লস এঞ্জেলেস
কালিফোর্নিয়া ৯০০০৭, যুক্তরাষ্ট্র

সাপ্তাহিক জনমত
৩০৩ ব্রিক্সটন রোড, লন্ডন, এস. ডব্লিউ ৯
আগামী সংখ্যা থেকে আমাকে গ্রাহক করে নেবেন
নাম ....
ঠিকানা ....
....
এর সাথে পাঁচ পাউন্ড/আড়াই পাউন্ডের চেক/
পোস্টাল অর্ডার পাঠালাম
স্বাক্ষর ও তারিখ

সম্পাদকীয়

তৃতীয় বর্ষ : ২৭তম সংখ্যা রবিবার : ৫ই ভাদ্র, ১৩৭৮

সোভিয়েট–ভারত মিত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে পরেই ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করেছিল যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের সামরিক আদালতে গোপণে বিচার করা হবে। ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণায় বলেছিল যে, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা' ও অন্যান্য অভিযোগে শেখ মুজিবের বিচার করা হবে। ১১ই আগষ্ট তথাকথিত বিচার শুরু হওয়ার কথা ছিল।

১১ই আগস্টের পরে আজ পর্যন্ত আর সেই তথাকথিত বিচার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। দেশে–বিদেশে বাংগালীরা, এমন কি পত্র-পত্রিকাও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে আদৌ শেখ মুজিবুর রহমান এখনও বেঁচে আছেন কিনা। পাকিস্তানের সামরিক কর্তারা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ বলে কিছুই জানা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতি বাংগালীদের জন্য খুবই উদ্বেগের কারণ।

উদ্বেগ মানুষকে শান্তি দেয়না এবং অশান্ত মানুষ যে কোন প্রকারের বিপদের ঝুঁকি নিয়েও অনেক সময় এমন কাজ করতে চান যার ফলাফল হয় মারাত্মক। বিশেষভাবে, শেখ মুজিবুর রহমানের মত একটা প্রতিভার জীবন সম্পর্কে যাঁরা উদ্বিগ্নের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন— তাঁদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলে তা দেশ–বিদেশে শান্তির বিঘ্ন ঘটাতে পারে এবং ঐ রকম পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত বিশ্ব শান্তিও নষ্ট করতে পারে।

পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে যাওয়ার আগেই দেশ–বিদেশের সরকার–গণপ্রতিনিধি এবং জাতিসংঘের এমন উদ্যোগ নেয়া উচিত যার ফলে বিশ্বকে সম্ভাব্য সব বিপদমুক্ত রাখা যায়। এর অন্যথা হলে এবং তার ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের কোন ক্ষতি হলে তার জন্য পাকিস্তানের সামরিক কর্তারা প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যেরা পরোক্ষভাবে দায়ী থাকবেন —বাংগালীদেরকে কোনভাবেই দায়ী করা চলবেনা।

এই সংগে আমরা পাকিস্তানের সামরিক কর্তাদেরও হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি : শেখ মুজিবকে পণ হিসেবে ব্যব–

— ১৩ পৃষ্ঠায় —

সম্পাদক সমীপেষু

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

— ১ —

জনাব,

বাংলা পত্রিকা 'জনমত' মারফতে দেশী–বিদেশী সংবাদ যথারীতি জানতে পারায় কেবল আমি নই, প্রবাসী বাংগালী সকল ভাই–বোনই আশা করি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও উপকৃত হয়ে আসছেন ।

আজ নিতান্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যে চিঠিটা আপনার কাছে পাঠাচ্ছি তা দয়া করে 'জনমতে' প্রকাশ করাবেন ।

আমি গত ২৭/৭/৭১ তারিখে বাংলাদেশ ষ্টীয়ারিং কমিটিতে একটি চিঠি দিয়ে আজ পর্যন্ত কোন উত্তর না পাওয়ায় মনটা একেবারেই ভেংগে পড়েছে । কারণ, গ্রেট বৃটেনের যে কোন অফিস–আদালত বা সরকারী–বেসরকারী বিভাগে চিঠি লিখলে যথাসময়ে তার উত্তর পাওয়া যায় । কিন্তু এই দেশের চিরন্তন নিয়ম–কানুনের ব্যতিক্রম হলো শুধু আমাদেরই শত চেষ্টায় গঠিত ও বহু আকাংখিত নব–নির্মিত ষ্টীয়ারিং কমিটিতে । ষ্টীয়ারিং কমিটির সদস্যরা হয়ত: তাচ্ছিল্যভরে একজনের জবাব দিতে নারাজ । তবে, তাঁদের চিন্তা করা উচিত যে, কয়েকটি একেরই সমষ্টিতে হয় হাজার, লক্ষ ও কোটি ।

আমি দু:খের সংগে লিখছি যে, একটি জাতির শুভাশুভ নির্দ্ধারণার্থে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে এবং যে প্রতিষ্ঠানের পেছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নর–নারীর আন্তরিক সমর্থন, এহেন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের এ ধরনের শিথিলতা আমরা কখনও কামনা করিনি ।

যাই হোক, এ ধরনের ছোট–খাটো বিষয় নিয়ে যাতে আর কারও মনে আঘাত না লাগে এবং এ দ্বারা কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি না হয় তার জন্য এই বিষয়ে ষ্টীয়ারিং কমিটির কর্মকর্তাগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

— আলাউদ্দিন চৌধুরী

৫৪ গ্রীন লেন, স্মল হীথ,
বার্মিংহাম—৯॥

— ২ —

জনাব,

বেশ দরকার মনে করেই আপনার কাছে এই চিঠিটা লিখছি আশা করি 'জনমতে' প্রকাশ করবেন ।

গত ২৫শে মার্চ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন । কিন্তু এখনও পাঞ্জাবী সেনারা আমাদের দেশকে দখল করে রেখেছে । এই পাঞ্জাবী সেনাদের বাংলার পবিত্র মাটিতে .র দিয়েই আমরা মাতৃভূমিকে মুক্ত করবো । এ কথা সত্যি যে বাংলাদেশে শেষ পর্যন্ত একটি পাঞ্জাবী সেনাও থাকতে পারবেনা ।

তবে সমস্যা রয়েছে বাংগালী নামধারী অনেক পা–

— পরের কলমে —

ঞ্জাবীকে নিয়ে । এরা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য উঠে–পড়ে লেগেছে । এই মানবতাহীন পশুদের চক্রান্ত সম্পর্কে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । নতুবা আন্দোলনের অঘটন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে ।

পাকিস্তান দূতাবাসের সমর্থনপুষ্ট 'মুক্তি' পত্রিকা মারফত গুটি কয়েক বাংগালী আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে খায়েস হাসিল করতে চাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার 'মুক্তি'তে সিলেটবাসীদের সম্পর্কে আজে–বাজে কথা লিখেছে । এমনকি আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পিতৃপুরুষ সম্পর্কেও আজে বাজে কথা লিখেছে ।

এদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সকল বাংগালীদের হুঁশিয়ার থাকার জন্য আমি প্রবাসী বাংগালীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি ।

— গোলজার হোসেইন

১ ক্যাম্পভিউ রোড,
সেন্ট আলবন্স, হার্টস ॥

সাহিত্যবিশারদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং...

— ৩ —

জনাব,

এদেশী এক খ্যাতনামা সাংবাদিক আমাকে একবার বাংগালী নেতাদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে বাংগালীরা (যে সব নেতাদের সংগে সাক্ষাতকার হয়েছিল) সাধারণ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অযথা উত্তেজিত হয়ে যায় এবং জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার স্বরে কথা বলে । গত রাতে টেলিভিশনে 'ম্যান ইন দি নিউজ' প্রোগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি মি: চৌধুরীকে দেখে সেই সাংবাদিকের কথাটাই বিশেষ করে মনে হলো । মি: চৌধুরীকে আমি এর আগে কোথাও দেখিনি । তবে অন্যান্য বাংগালীদের মত আমি ও তাঁর মত একজন উচ্চপদস্থ এবং জ্ঞানী লোক বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধির দায়িত্ব নেওয়ার খবরকে অভিনন্দন জানিয়েছি । কিন্তু গতরাতে টেলিভিশনে তাঁর কথা বলার ভংগি দেখে হতাশ হয়েছি । পশ্চিমা দেশগুলো থেকে সহানুভূতি এবং সক্রিয় সাহায্য পেতে হলে মি: চৌধুরীকে আরও ধীর–স্থিরভাবে কথা বলতে হবে । বিভিন্ন শহরে বাংগালীদের সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে প্রভাব বিস্তার করা এক কথা আর এদেশীদের মন পাওয়া অন্য কথা । আমার দুই ইংরেজ বন্ধু আমার সংগে টেলিভিশন দেখছিলেন। তাঁরা মি: চৌধুরীর (প্রশ্নের জবাবে) দু'বার জোরে 'হোয়াট' বলাকে অমার্জিত বলে মনে করেছেন । অবশ্য এসব আমাদের জন্য সামান্য কিন্তু এদেশী লোক একে ত্রুটি বলে মনে করে । মি: চৌধুরী এ দিকে নজর না নিলে আমরা হয়তো সহানুভূতির পরিবর্তে বিরক্তি পাব ।

— মুসা বিন এরসাদ

১৭৪ হোয়াইট লেডি রোড,
ব্রিস্টল – ৮ ॥

৬৫৪

অধিকৃত বাংলাদেশে বাঙ্গালী বিতাড়ন ও নীধন নীতির আড়ালে

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

—আগের সংখ্যার পরে—

পাকিস্তান অবজারভারে প্রকাশিত এমন একটি বিজ্ঞাপন : 'আমার নাম অঞ্জলি দাস নয়, এঞ্জেলিক ডায়াস এবং আমি হিন্দু নই, দেশী খৃষ্টান'।

কিন্তু এত করেও বহু শিক্ষিত বাংগালী খৃষ্টান পরিবার বাঁচেননি। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার লক্ষীবাজারে অবস্থিত সেন্ট জোসেফ গীর্জা এবং স্কুলের একজন শ্বেতাংগ যাজক আমাকে জানান, তাঁদের স্কুলে বহু দেশী খৃষ্টান পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পাক বাহিনীর লোকরা এক রাতে হানা দিয়ে তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে তিনজন সক্ষম যুবককে ধরে নিয়ে যায়। তাদের আর কোন খোঁজ নেই। ধৃতদের মধ্যে সেন্ট জোসেফ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকও ছিলেন। ২৫শে মার্চের পর প্রায় দেড় মাস পাক বাহিনীর মধ্যে একটা অন্ধ উন্মাদনা ছিল, বাংগালী পেলেই হত্যা করা। তারা হিন্দু-মুসলমান যাই হোক। এরপর তাদের মধ্যে নতুন উন্মাদনা সন্চার হল, 'কাফের হত্যা কর'। আর এই কাফের বলতে অবশ্যই বাংগালী হিন্দুদের বোঝায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংগালী হত্যার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে কেবল হিন্দু নিধন যজ্ঞ পূর্ব পরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত। ইসলামাবাদের জংগী-চক্র এটা জানেন, সামরিক অভিযান চালিয়ে সাড়ে পাঁচ কোটি বাংগালী মুসলমানকে হত্যা করে বাংলাদেশ বাংগালী শূন্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু এক কোটি বা সওয়া কোটি বাংগালী হিন্দুর বিরুদ্ধে হত্যাভিযান চালিয়ে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে নিধন করা সম্ভব এবং বাকী অংশকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে করে ভারতে ঠেলে দিয়ে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা সহজ। ২৫শে মার্চের সামরিক তৎপরতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য তাই, বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা। জংগী সরকারের পরামর্শদাতাদের ধারনা, উদীয়মান বাংগালী মুসলমানদের মেরুদন্ড সরকারী কর্মচারী, ছাত্র সংস্থা, বেংগল রেজিমেন্ট, পুলিশ ও ব্যবসায়ী সমাজকে আকস্মিক আক্রমন দ্বারা গুঁড়িয়ে দিলে এবং সেই সংগে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা হলে বাংগালী জাতীয়তাবাদ, বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হবে এবং বাংলার মুসলমান চাষী ও কৃষক সমাজ পরবর্তী দশ বছরের জন্য (অর্থাৎ গুঁড়িয়ে যাওয়া বাংগালী মধ্যবিত্ত সমাজ আবার শিরদাঁড়া সোজা না করা পর্যন্ত) ইসলামাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাঁবেদারী মনে নেবে। বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার চক্রান্তের আরেকটি উদ্দেশ্য লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ভারতের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করা, যাতে ইন্দিরা সরকার ইসলামাদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ ও অবকাশ না পান। দ্বিতীয়, হিন্দু উদ্বাস্তু ঠেলে দিয়ে ভারতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যাতে এখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করা, যাতে এখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয় এবং ইসলামাবাদ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নিজেদের বর্বরতাকে ঢাকা দিতে পারে এবং বাংলাদেশের সংগে তার বিরোধকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত একটা সমস্যা হিসাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে বাংলাদেশের আসল রাজনৈতিক সমস্যা চাপা দিতে পারে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাংগা সৃষ্টির জন্য ইসলামাবাদের জংগী-চক্র করেনি এমন কোন কাজে নেই। অধিকৃত বাংলাদেশের গ্রামান্চলে তারা বাংগালী মুসলমানকে হিন্দু প্রতিবেশীর ঘর-বাড়ী লুঠ করা এবং অগ্নি সংযোগের জন্য তিন ঘন্টার সময় দিয়ে নোটিশ দিয়েছেন। গ্রামের চোর-ডাকাতদের অপরাধ অনুষ্ঠানের ঢালাও সুযোগ ও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হিন্দু প্রতিবেশীকে আশ্রয়দানের অপরাধে মুসলমান গৃহস্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকা শহরের সম্পন্ন ব্যবসায়ী এবং ভাসানীপন্থী ন্যাপের একালের নেতা জনাব সাঈদুল হাসান তাঁর ব্যবসায়ের হিন্দু পার্টনারকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই অপরাধে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়। আমরা ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালেও জানা যায়নি, সাঈদুল হাসান বেঁচে আছেন কিনা। ঢাকার জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক 'ইত্তেফাকের' অফিস পাক বাহিনী অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করে। দীর্ঘ ৫৬ দিন পর সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের গরজে যখন পত্রিকাটি পুন:প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন, তখন পত্রিকার হিন্দু কর্মচারীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাদের নিরাপত্তা কোনভাবে বিঘ্নিত হবেনা। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করে পত্রিকার প্রধান হিসাব-রক্ষক শ্রীঅনিল দাস আরো কয়েকজন হিন্দু কর্মচারীসহ আত্মপ্রকাশ করেন। সংগে সংগে সেনাবাহিনী তাঁর

— ১৩ পৃষ্ঠায় —

বাংলাদেশের মুক্তি সেনারা অস্ত্র পরিচালনার ট্রেনিং নিচ্ছে

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সমিতি

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশানের সভাপতি জনাব এম.এন.জামান জানিয়েছেন যে, গত ১১ই জুলাই ইষ্টহাম এ বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশান নামে একটি প্রতিষ্ঠান করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের শ্রমিকদের সাহায্য করাই এই কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

জনাব এম.এন.জামান এই কমিটির সভাপতি এবং জনাব মোছাব্বের আলী ও চেরাগ আলী সম্পাদক এবং তৈফুর হোসেন সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। এইচ.পি. বিশ্বাস এর উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবেন।

আরেকজন চাকুরী ছাড়লেন

লন্ডন, ১১ই আগষ্ট।

আজ এখানে হাইড পার্ক স্পীকার্স কর্নারে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বাংগালীদের সভায় ব্রাডফোর্ডের পাকিস্থান দূতাবাসের সহকারী লেবার এট্যাচি জনাব ফজলুল হক চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, তিনি আর পাকিস্থান সরকারের পক্ষে কাজ করবেননা। জনাব চৌধুরী আরও বলেন যে, যেদিন পাকিস্থান তাঁর মাতৃভূমিকে আক্রমন করেছে সেদিন থেকেই তিনি পাকিস্থান সরকারের সংগে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবছিলেন এবং উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের তথাকথিত বিচারের নামে প্রহসনের কথা শুনে তিনি আর পদে থাকা সমিচীন না বলে মনে করেন এবং জনসভায় তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

জনাব চৌধুরী সিলেট জেলার ফেন্চুগঞ্জ থানার অধিবাসী। তাঁর পদত্যাগে উত্তর ইংল্যান্ডের বাংগালীরা বেশ উৎসাহিত হয়েছেন বলে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

মহিলা সমিতির আরেকটি উদ্যোগ

লন্ডন, ১৪ই আগষ্ট। আজ এখানে জানা গেছে যে, আগামী ২১শে আগষ্ট টুটিংয়ের 'ইয়ং ওয়াইভস ক্লাবের' সহযোগিতায় গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বেলা আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত লন্ডন দক্ষিণ-পশ্চিম- ১৭-র ফ্র্যান্কিস্কান রোডস্থিত ব্রুস হলে সংগৃহীত পুরানো কাপড়-চোপড় বিক্রি করবেন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন যে, এই বাজার থেকে সংগৃহীত সকল টাকা বাংলাদেশের বাস্তুহারাদের সাহায্যার্থে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তারা আরও জানিয়েছেন যে, বাজারে খাওয়া-দাওয়া ও বিক্রি হবে। সকলকে এতে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

টেলিভিশনে পাট ফলন

ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধি খবর পাঠিয়েছেন যে, সম্প্রতি দখলকারী সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষ ঢাকা টেলিভিশনে পাট ফলনে বাংলাদেশের চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য একটা নতুন প্রোগ্রাম চালু করেছে। প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, বাংগালী শিল্পীদের জোর করে ধরে এনে পাকবাহিনীর লোকেরা এই প্রোগ্রাম চালাচ্ছে। পাক বাহিনী এই নতুন প্রোগ্রামটির নাম দিয়েছে 'অনুরাগে'।

পোর্টসমাউথ সংগ্রাম পরিষদ

পোর্টসমাউথ থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, গত ২৫শে জুলাই সেখানে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বাংগালীদের এক সভায় বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ, পোর্টসমাউথ কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কারী গিয়াস উদ্দিন ও মি: টি.এ.তালুকদার সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে নিয়ে কার্য্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সভাপতি: এম.এ.রাজ্জাক খান, সহ-সভাপতি কারী গিয়াসুদ্দিন আহমদ, সাধারণ সম্পাদক: সাজিদুর রহমান চৌধুরী, সহ-সম্পাদক: টি.এ.তালুকদার, জনকল্যান সম্পাদক: চান্দ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ: নিশার আলী।

চ্যাথামে ফিল্ম প্রদর্শনী

চ্যাথাম, কেন্ট। ৯ই আগষ্ট। আজ স্থানীয় তাজমহল রেষ্টুরেন্টে প্রচুর সংখ্যক বাংগালীদের উপস্থিতিতে পশ্চিম বংগে অবস্থানরত: বাংলাদেশের বাস্তুহারাদের দু:খ দুর্দশার ফিল্ম প্রদর্শিত হয়।

বাংলাদেশ একশান গ্রুপ, মিডওয়ে শাখার পক্ষে ছবিটি এনেছেন কনস্যালট্যান্ট মি: ডেরেক জেন্কিন্স। মি: জেন্কিন্স সম্প্রতি এক ডাক্তার দলের সংগে কলকাতার কাছে বাস্তুহারা শিবিরে কাজ করেছেন।

সাউথ ওয়েল্স সংগ্রাম পরিষদের উদ্যম

সাউথ ওয়েল্স বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি খন্দকার সেলিম আহমদ জানিয়েছেন যে, সংগ্রাম পরিষদ গত সপ্তাহে গ্রেট বৃটেনস্থ বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে ৪০ পাউন্ড দিয়ে সাহায্য করেছেন। খন্দকার সেলিম জানান যে, এর আগেও সাউথ ওয়েল্স সংগ্রাম পরিষদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে ২৫ পাউন্ড আর্থিক সাহায্য করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্থানীয় টাইম্স পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাতেও সাউথ ওয়েল্স সংগ্রাম পরিষদ অংশ নিচ্ছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনৈক কর্মকর্তা বলেন যে, সাউথ ওয়েল্স সংগ্রাম পরিষদ সব সময়ই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংগে সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

৬৫৪-

ঢাকাখণ্ডে গেরিলাদের হাতে বহু পাক সেনা হত

ঢাকা থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, গত ১লা ও ৩-রা আগষ্ট মধুপুর গড়ে মুক্তি যোদ্ধাদের সংগে পাক হানাদারদের তুমুল সংঘর্ষ হয়ে গেছে। এই সংঘর্ষে বহু পাক সেনা নিহত হয়েছে।

পাক সেনারা মুক্তি যোদ্ধাদের হটিয়ে দেয়ার জন্য ৪ঠা আগষ্ট পাল্টা আক্রমন চালায়। গেরিলাদের তৎপরতার ফলে পাক বাহিনী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশে নবীনগর, কসবা ও দেবপুর এলাকায় পাক সেনাদের সংগে মুক্তি যোদ্ধাদের সংঘর্ষে ৩০ জনেরও বেশী পাক সেনা নিহত হয়েছে।

লুইস ড্রাইফোসের অফিস উড়ে গেছে

ঢাকা থেকে পাওয়া আরেক খবরে জানা গেছে যে, গত ১২ই আগষ্ট মুক্তি বাহিনীর লোকেরা মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত বৃটিশ পাট কোম্পানী লুইস ড্রাইফোসের অফিসটি বোমার সাহায্যে উড়িয়ে দিয়েছে। এঁরা ব্যবসা-বানিজ্য চালাবার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল বলে মুক্তি বাহিনী তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ঐ একই দিনে জনৈক বৃটিশ পাট কোম্পানীর কর্মকর্তাকেও মুক্তিবাহিনীর লোকেরা গুলি করে নিহত করেছে।

পাক হাই কমিশন ভবনের সামনে জনসংঘের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লী, ৭ই আগষ্ট। একদল বিক্ষোভকারীকে ছত্রভংগ করতে গিয়ে আজ দিল্লী পুলিশ পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ে।

বিক্ষোভকারীরা জনসংঘ দলের। প্রায় হাজারখানেক জনসংঘ সমর্থক দূতাবাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ ৬২০ জনকে গ্রেফতার করে।

মিছিলকারীরা শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থনে ধ্বনি দিতে দিতে দূতাবাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া সত্ত্বেও মিছিলকারীরা এক ঘন্টা ধরে দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করেন।

আবার হুংকার

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ আবার হুংকার দিয়েছে, 'আমার দেশকে রক্ষা করার জন্য আমি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব'।

ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের আগে কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং সিস্টেমের প্রতিনিধির সংগে এক সাক্ষাতকারে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ বলেন, 'আপনাদের বলে রাখছি, দুটি দেশ যুদ্ধের খুব কিনারে এগিয়ে এসেছে, আমার দেশের প্রতিরক্ষার জন্য আমি লড়াই করব'।

অবশ্য ইয়াহিয়া খাঁর এই উক্তির পরেও অনেকদিন চলে গেছে কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁরা এ সম্পর্কে আর কোন উচ্চবাচ্য করছেনা কিন্তু।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভা

লন্ডন, ১৪ই আগষ্ট। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আজ স্থানীয় কনওয়ে হলে জনসভা করেন শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ও মুক্তির দাবী জানানোর উদ্দেশ্যে। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব গউস খান। প্রায় পাঁচ শতাধিক লোক যোগ দেন। সভায় বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চোধুরী, ভারতের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ভি.কে.কৃষ্ণমেনন, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব তৈয়েবুর রহমান, জনাব আবদুল মান্নান, বি.এইচ.তালুকদার ও সামসুর রহমান প্রমুখ।

সভায় বক্তৃতা প্রসংগে বিচারপতি চৌধুরী বলেন যে, শেখ মুজিবের কোনও ক্ষতি করা হলে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোক ইয়াহিয়া খাঁ ও তার সেনাবাহিনীকে ক্ষমা করবে না। শ্রীমেনন বলেন যে, ইয়াহিয়া খাঁ নিজেই ২৫শে মার্চ পাকিস্তানকে আঘাত করেছে এবং পাকিস্তান সরকার হত্যাযজ্ঞ চালানোর দোষে দোষী এবং তাদের বিচার হওয়া উচিত।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিধায় আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে পাকিস্তানে তাঁর বিচার সম্পূর্ণ বে-আইনী। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তান যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিচার করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক জুরী কমিশনও গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

ZAMINDAR OVERSEAS TRAVEL

জমিদার ট্রাভেল

মারফত, এয়ার ইন্ডিয়া, এ্যারোফ্লোট ও বি.ও.এ.সি বিমানে ভ্রমন করুন॥
পথে মস্কোতে একবার মাত্র থেকে ১৩ ঘন্টায় দিল্লী পৌঁছুতে পারেন॥

সব চাইতে কম খরচে বিমানে
কলকাতা এবং শিলচর
যেতে পারেন॥
ভারতে যাওয়ার জন্য ভিসা পেতে সাহায্য করতে পারি॥
যোগাযোগ করুন:
মি: শিং

TELEPHONES 26591 & 25521

zamindar overseas service ltd.

379-381 Leeds Road, Bradford. Yorkshire. BD3 9LY.

সম্পাদকীয় :

—৮ম: পৃষ্ঠার পরে—

হার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বন্ধ করা যাবেনা। সে গুড়ে বালি। সুতরাং, মুক্তি পেতে হলে অবিলম্বে বিনা সর্তে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে তল্পিতল্পা গুছিয়ে চলে যাও, তাতে কিছু রক্ষা পাবে। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলে তোমাদের দেশেও তোমরা ঠাঁই পাবেনা, আর বাংলাদেশ থেকে তোমাদের কেউ আর ফিরেও যেতে পারবেনা।

আমরা আশা করি শেখ মুজিবের জীবনের প্রশ্নে মানুষের সন্দেহ ভ্রান্ত হবে। যদি তাই হয় তবে মংগল। আর যদি মানুষের সন্দেহ সত্যি হয় তার প্রতিক্রিয়া বিশ্বের সর্বত্র দেখবে — রক্তই হবে এর প্রতিশোধ।

বাংগালী বিতাড়ন ও নিধন নীতির আড়ালে :

— ১০ম: পৃষ্ঠার পরে—

বাড়ী ঘিরে ফেলে। শ্রীদাস সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে দোতালার ছাদ থেকে ঝাপ দেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। কোথাও কোথাও দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমান প্রতিবেশী কখনো সৈনাদের ভয়ে, কখনো বা প্রলোভনে পড়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুট করেছে। স্থানে স্থানে সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিরা মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর গুন্ডাদের সংগে মিশে রাজনৈতিক 'কভার' নিয়ে হিন্দু পরিবারের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ করেছে। এই ধরনের সমাজ-বিরোধী তৎপরতার পেছনে জংগী-চক্রের প্রশ্রয় ও সমর্থনদানের আসল উদ্দেশ্য, দেশত্যাগী হিন্দুদের একটা মুসলিম বিরোধী মনোভাব নিয়ে ভারতে যাক এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিলে জংগী-চক্রের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে।

— চ ল বে —

বাংলাদেশের ডাক টিকিট বিলাতে চিঠি

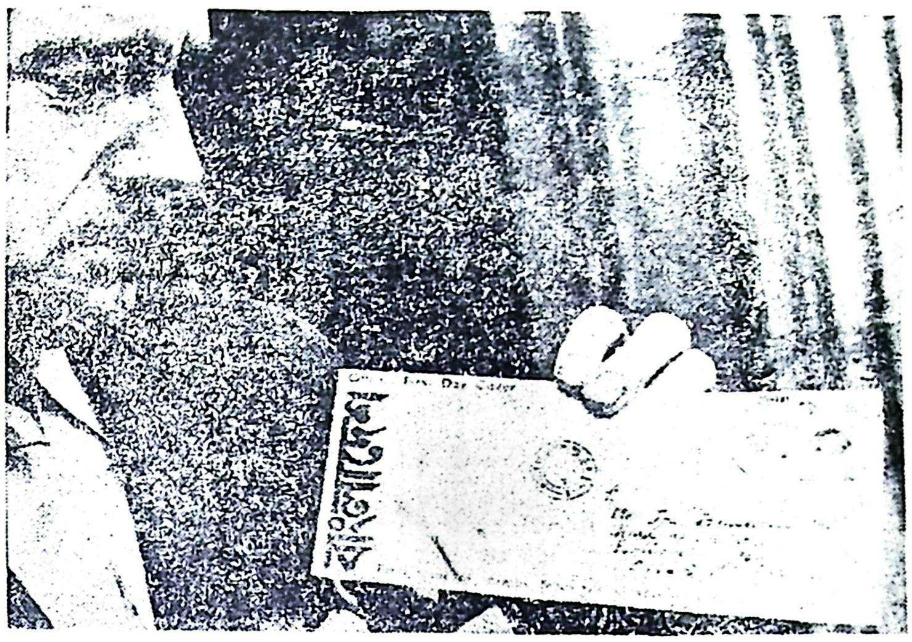

[illegible] নামেরে [illegible] চিঠিটি [illegible] ওয়া হয়েছে [illegible] চিঠিতে [illegible] ক্তি বাহিনীর সামরিক [illegible] কঘরের [illegible] আছে।

গত সপ্তাহে, আমাদের জানামতে বাংলাদেশের ডাক টিকেট লাগানো প্রথম চিঠি লন্ডনে এসেছে। জানা গেছে যে, বাংলাদেশ সরকার সাবেক বৃটিশ ডাক ও তার মন্ত্রী রাইট অনারেবল মি: ষ্টোনহাউসকে এই চিঠি লিখেছেন ধন্যবাদ জানিয়ে। বৃটিশ পার্লামেন্টের ডাকঘর থেকে মি: ষ্টোনহাউসকে গত ৫ই আগষ্ট এই চিঠিটি বিলি করা হয়েছে।

চিঠিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিসহ বাংলাদেশের ডাক টিকেট লাগানো রয়েছে এবং চিঠি পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ টিকেটের প্রথম দিনের লেফাফা ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠির উপরে মুক্তি বাহিনীর সামরিক ডাকঘরের ছাপও রয়েছে।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, বিলাতে বাংলাদেশের ডাক টিকেট গ্রহণ করা হবে কিনা। এই চিঠি পাওয়া থেকে এটাই প্রমানিত হল যে, বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের ডাক টিকেট দিয়ে চিঠি লিখলে বিদেশে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা সে চিঠি যথারীতি পাবেন।

পাকিস্তানকে জলযান না দেবার অনুরোধ

নয়াদিল্লী, ৪ই আগষ্ট। বর্তমানে দিল্লী সফররত: আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান জাপান সরকারকে পাকিস্তানের উপকূলীয় যান সরবরাহ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এখানে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি বিশ্বস্থসূত্রে খবর পেয়েছেন যে, পাক সরকার একজন প্রতিনিধিকে জাপানে উপকূলীয় যান সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি আশা করেন যে, জাপান সরকার বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের অনুরোধ রক্ষা করবেন।

কুমিল্লা রনাঙ্গণে পাক সেনাদের দারুণ বিপর্যয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাংগনে মুক্তি বাহিনী এখন যে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে, খোদ পাক জংগীশাহীর পক্ষেও সেটা আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছেনা।

গত ৩-রা আগষ্ট কুমিল্লা জেলার সিংগার বিলের কাছে কালচারি চা বাগানে রাত ১২টার সময় মুক্তি-সেনারা অতর্কিতে একদল পাক সেনার উপর আক্রমন শুরু করে। তার পর দু' পক্ষে যুদ্ধ চলে প্রায় সাড়ে তিনঘন্টা ধরে। যুদ্ধে ৬১ জন পাক সেনা নিহত হয় এবং মুক্তি সেনারা দু'জন [illegible] সেনাকে আটক করে।

বাংলাদেশের নিজস্ব বিমানবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা প্রায় শেষ

মুজিবনগর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, বাংলাদেশের নিজস্ব বিমান বাহিনী তৈরীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। জানা গেছে যে, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক উইং কম্যান্ডার বশার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নেতৃত্ব করবেন।

খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ সরকারের হাতে বিমান বাহিনী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই রয়েছে। কমপক্ষে তিনশো ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাংগালী বিমানচালক, গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিসিয়ান এই বিমান বাহিনী গঠনে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী সংগ্রহের চেষ্টা চলছে

মুজিবনগর, ১০ই আগস্ট।

প্রকাশ, পাক সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ শেখ মুজিবুর রহমানের তথাকথিত বিচার সম্পর্কে সাক্ষী সংগ্রহ ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি সেল গঠন করেছে। সামরিক হেফাজত থেকে পালিয়ে এসে একজন সাংবাদিক এই খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, কারারুদ্ধদের বেশীর ভাগকেই সামরিক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মিথ্যা দলিলে সই করতে বাধ্য করেছে। যে সব সাংবাদিক শেখ মুজিবুর রহমানের ৩-রা ও ৭-ই মার্চের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকে জোর করে পশ্চিম পাকিস্থানে নেওয়া হচ্ছে।

ছাত্র পরিষদের সত্যাগ্রহ

কলকাতা, ১০ই আগস্ট। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবীতে পশ্চিমবংগ ছাত্র পরিষদ লালবাজারের সামনে ১৪৪ ধারা ভংগ করে তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছেন।

শত্রু ও মিত্রকে চিনে নিন

বাংলাদেশের কোন এক স্থানে ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ গত ৭ই আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, বাংলাদেশের শত্রু পাকিস্তানী সামরিক চক্রকে সাহায্যকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকারের জঘন্য ভূমিকা সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগনের সতর্ক থাকা উচিত।

অধ্যাপক মুজাফ্ফর তাঁর বিবৃতিতে বলেন যে, এখন শত্রু ও মিত্রকে চিনে নেবার সময় এসেছে। তিনি বলেন, আশার কথা হচ্ছে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম জোরদার হয়েছে, সকল স্তরের লোক এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছেন।

পূর্ব রনাঙ্গনে মুক্তি বাহিনীর সাফল্য

কুমিল্লা থেকে খবর এসেছে যে, কুমিল্লা এখনও নিষ্প্রদীপ চলেছে। কারণ মুক্তি বাহিনী বৈদ্যুতিক পাইলন ধ্বংস করে দিয়েছেন।

ক্ষুদ্র জেনারেটর থেকে শহরের কয়েকটি অংশে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়। ওভারহেড লাইনদিয়ে বিদ্যুত সরবরাহ করার চেষ্টারও কোন অগ্রগতি হয়নি, কারণ কুমিল্লার আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের আক্রমন অব্যাহত রয়েছে।

প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব রণাংগনের বিবিবাজারে মুক্তি বাহিনী একটি পাক সেনা ঘাঁটিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সম্প্রতি বিবিবাজারে এক সংঘর্ষে নয়জন পাক সেনা নিহত হয়েছে।

সিলেট জেলার অমু চা বাগান ও শালদা নদীতে ৩১ শে জুলাই পৃথক পৃথক তৎপরতা চালিয়ে কমপক্ষে দশ জন পাক সেনাকে নিহত করা হয়েছে। গেরিলা বাহিনী গত ২৫শে জুলাই টংগি জংশনে একটি ইঞ্জিন ধ্বংস করে দিয়েছেন।

স্থানাভাবে এই সংখ্যার 'জনমতে' সত্যালাপীর 'বিলেতে পত্র-পত্রিকা' প্রকাশিত হলোনা — স.জ.

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্তি সেনাদের দখলে

আমাদের মুক্তি বাহিনী সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, বাংলাদেশের সব রণাংগনেই মুক্তি বাহিনী এগিয়ে চলেছেন। জানা গেছে যে, মুক্তি বাহিনী গত ১৫ দিনে কাকিনা, ছাতিবানা, বাওরা, ভুরুংগামারী, দলগ্রাম, বরখাতা, পাটগ্রামের পাক ঘাঁটিগুলি দখল করে নেবার পর গত ৪ঠা আগস্ট বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সেই অংশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার জয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অন্চলে মুক্তি বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমন সহ্য করতে না পেরে পাক সেনারা ১০/১২ মাইল ভেতরে গিয়ে ছাউনি ফেলেছে বলে জানা গেছে।

মুক্তি বাহিনী রাজশাহী জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান সহ প্রায় ২০০ বর্গ মাইল এলাকা নিজেদের কবলে নিয়ে এসেছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ সরকার এই মুক্ত এলাকায় কর আদায় করছেন বলে প্রকাশ।

গত ২২শে জুলাই মুক্তি বাহিনীর লোকেরা তিস্তা রেল ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে একটি সামরিক ট্রেনের পেছনের বগিটিমাইন দিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। এতে ১০জন পাক সেনা ও চারজন রাজাকার নিহত হয়েছে।

পরে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক বিরাট এলাকায় কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে।

শেষ সংবাদ

আর্কা-৬৫৪-

HANDLOOM HOUSE

243 TOTTENHAM COURT ROAD

LONDON, W1P 9AD

TEL. 01-580 1771

also at 35 RUPERT STREET
(OFF SHAFTESBURY AVENUE)
LONDON, W1V 7FS
TEL. 01-437 4658

নতুন সেল চলছে

প্লেন প্রিন্টেড নাইলন,
প্লেন ও প্রিন্টেড ক্রেপ,
প্লেন ও প্রিন্টেড সান্দ্রজ,
নাইলন, এমব্রয়ডারী
করা নাইলন, হ্যাকবা
নাইলন, কাশ্মিরী
প্রিন্টেড সিল্ক,
বটিক শাড়ী
মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী
খাঁটি বেনারসী
সিল্ক শাড়ী এবং
লুঙ্গি সহ সমস্ত
কিছুর জন্য
আমাদের কাছে
আসুন

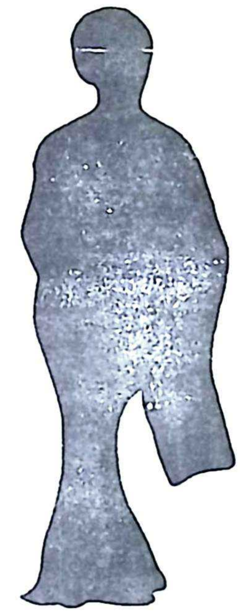

সেল'এ সমস্ত কিছুর
দাম কমেছে

কোষ্ঠবদ্ধতা কি আপনাকে বিব্রত করে?

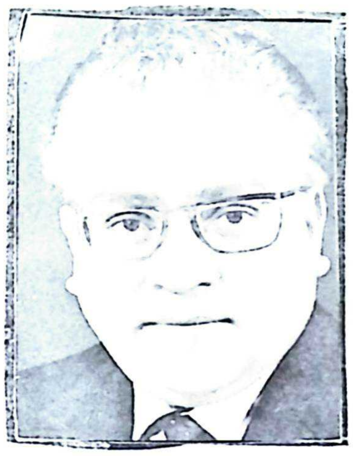

এশিয়ার বিখ্যাত কবিরাজী চিকিৎসক হেকিম ত্রিবেদীর কাছ থেকে আপনার সর্ব প্রকারের গোপনীয় রোগের ব্যাপারে পরামর্শ নিন। তিনি যে কোন রকমের যৌন এবং স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় পারদর্শী। কোষ্ঠবদ্ধতা এবং চর্ম রোগের জন্যও যোগাযোগ করুন

প্রতি রবিবার
১১টা থেকে ৭ টা

TRIVEDI HOUSE,
50, Grove Rd, Off Stratford Rd,
Sparkhill, Birmingham. 11
Tel. 021-777-2168.

প্রতি বুধবার

TRIVEDI HOUSE
30, Dallow Road, LUTON LU1 1LX
Tel. LUTON. 28750.

প্রতি সোমবার
১০টা থেকে ৭-৩০ টা

TRIVEDI HOUSE
12, Flaxton Place, Off St. Margarett Rd.
BRADFORD 7, Yorks. Tel: OBR4 76168

K. TRIVEDI,
N.D.D.O.P.A, A.R.S.H

8-A, DRYDEN CHAMBERS, 119, OXFORD ST.
LONDON W1R 1PA. Tel. 01-734 1959

মুক্তি যোদ্ধাদের খবর?

*

বাংলা দেশের খবরাখবর,
ঘটনাবলী এবং পরিস্থিতি
জানার জন্য দিল্লী থেকে
প্রকাশিত LINK (লিংক) পড়ুন

নিচের ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন

LINK
FORUM

3,4, DRYDEN CHAMBERS
119 OXFORD STREET, LONDON, W.1

Tel : 01-734 4983 (2 lines)

সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর সংগ্রহ

রবিবার ২২শে আগষ্ট ১৯৭১
বেলা ১টা থেকে শুরু হবে

মোমের আলো

অভিনয়ে:
সুজাতা
ফতেহ লোহানী
আনসার
সুমিতা
আকবর

দরজা খুলবে
বেলা সাড়ে বারোটায়

LA-CONTINENTAL CINEMA

Tottenham Court Road - W.1.

১৬৫৪

JANOMOT Bengali Newsweekly THIRD YEAR : TWENTYSEVENTH ISSUE : AUGUST 22, 1971 4p

শেখ মুজিব সুস্থ আছেন ?

লন্ডন, ১৫ই আগষ্ট। করাচী থেকে লেখা ও স্থানীয় সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছেন : 'পূর্ব পাকিস্তানী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, লাহোরের ৮০ মাইল দূরে লয়ালপুরে তাঁর বিচার শুরু হওয়ার সময় গত বুধবারে সুস্থ ছিলেন বলেই মনে হয়'। বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছেন যে, শহরের একটি সার্কিট হাউসে বিচার হচ্ছে। সংবাদদাতা আরও লিখেছেন যে, পরিকল্পনামতে বিচার শুরু হওয়ার পর গত শুক্রবারে দু'দিনের জন্য বিচার মুলতবী হয়ে যায় এবং লয়ালপুরের জনসাধারণের কাছে তা জানা ছিল বলে সরকার কোন বিবৃতি প্রকাশ প্রয়োজন মনে করেনি।

তিন সদস্যের এই ট্রাইব্যুনালের সভাপতি একজন ব্রিগেডিয়ার বলে সংবাদদাতা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, পুলিশের পাহারায় শেখ মুজিব আদালতে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁর পরনে ছিল সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী এবং জয়বাংলা কোট। তিনি চশমা পরিহিতও ছিলেন।

সংবাদদাতা আরও উল্লেখ করেছেন যে, শেখমুজিবের গোঁফ একটু ছোট মনে হয়েছে। তবে, তাঁর রক্ত চাপ স্বাভাবিক এবং ওজন দু'শ পাউন্ডের মত আছে।

পিআইএ সেনা নিচ্ছে

—১ম:পৃষ্ঠার পর—

বার সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য ডাক দেওয়া হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশে যে সত্তর হাজারের মত পাক সেনা রয়েছে তারা মুক্তি বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারছেনা এবং নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যই নতুন দু'ডিভিশন পাক সেনা বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বেসামরিক বিমান সংস্থা হয়েও পি.আই.এ প্রথম থেকেই পাক সেনাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে এবং অস্ত্র ও গোলা-বারুদও সরবরাহ করছে।

উথান্টের অনুরোধে ইয়াহিয়ার গোস্বা

লন্ডন, ১৪ই আগষ্ট। আজ বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ইয়াহিয়া খাঁ-র কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার জবাবে ইয়াহিয়া খাঁ ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে। চিঠির জবাবের মর্ম জানা যায়নি। তবে, কূটনীতিক মহল সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, সেক্রেটারী জেনারেলের চিঠি পেয়ে ইয়াহিয়ার গোস্বা বেড়ে গেছে। আরও প্রকাশ, ইয়াহিয়া খাঁ লিখেছে যে, শেখ মুজিবের জীবনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে উ থান্ট তাঁর কার্য্য সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য দেশে সামরিক আদালতে বিচারের সময় বা বিদ্রোহীদের হত্যা করার সময় উ থান্ট এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি।

নিউইয়র্ক থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন যে, জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ-থান্ট শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করে সম্প্রতি লিখেছিলেন যে, শেখ মুজিবকে বিচার বা হত্যা করা হলে পাকিস্তানের বাইরেও এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

প্রতিনিধি আরও জানাচ্ছেন যে, এর জবাবে ইয়াহিয়া খাঁ লিখেছে যে, শেখ মুজিবের গোপনে সামরিক আদালতে বিচার করা ও শাস্তি দেওয়া হলে বিশ্বের কোথাও এর প্রতিক্রিয়া হবে বলে ইয়াহিয়া খাঁ বিশ্বাস করেনা। নিউইয়র্ক থেকে আরও খবর পাওয়া গেছে যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনসহ বহু রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপতিগণ শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইয়াহিয়া খাঁ-র কাছে চিঠি লিখেছেন এবং কূটনীতিক উপায়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দানের জন্য ইয়াহিয়া খাঁ-র সরকারকে চাপ দিচ্ছেন।

শত্রু সেনারা ত্রাহি ত্রাহি ডাকছে

— ১ম: পৃষ্ঠার পরে —

থেকে বেশীর ভাগ পাক সেনাদেরকে ঢাকায় আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। এর ফলে পল্লী অঞ্চলে মুক্তি বাহিনীর অভিযান বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই এখন স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে এবং মুক্তি বাহিনীতে নবাগতদের ট্রেনিং আরও জোরদার হয়েছে।

ঢাকার সামরিক কর্তারা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আরও সৈন্য পাঠানোর জন্য জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে বলেও খবরে প্রকাশ।

বিশেষ ঘোষনা

আগামী সংখ্যা থেকে

'জনমতে'

বাংলাদেশ সম্পর্কে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা ও বেতার কি বলে তা একটি নতুন বিভাগ হিসেবে প্রকাশ করা হবে —স.জ

Published by Janomot Publishers Limited and printed by S.S.Stod & Sons Limited, 303, Brixton Road, London, SW9
Chief Editor : A.T.M.Walie Ashraf Phones : 01-673 5720 & 01-733 6144 Editor Incharge : Aziz Ahmed